বুদ্ধির প্রকৃতি প্রসঙ্গে আল-গাযালী

আরিফা সুলতানা*

[**সার-সংক্ষেপঃ** ইমাম আল-গাযালী (১০৫৮-১১১১ খ্রি.) ইসলামি দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ একজন মনীষী। ধর্মতত্ত্ব, সাধারণ দর্শন, নীতিবিদ্যা এবং সূফীতত্ত্বে তাঁর ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। রেনেসাঁপূর্বক পাশ্চাত্য চিন্তাজগত যখন গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল অর্থাৎ জ্ঞানের রাজ্য ছিল অনালোকিত সে সময় এই তিমির ভেদ করে জ্ঞানের আলোকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে যে কয়েকজন মুসলিম মনীষী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন ইমাম গাযালী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। দর্শনের বিভিন্ন শাখায় তাঁর অবদান থাকলেও ইসলামের আলোকে আদর্শ মানবিক জীবন গঠনের প্রয়াস তাঁর লেখনীর সবচেয়ে আলোকিত দিক বলে বিবেচিত। মানবীয় জীবনের শ্রেষ্ঠত্বকে ইসলামি ভাবধারার আলোকে অসাধারণ বিশ্লেষণে তিনি বোধগম্য করার চেষ্টা করেছেন। এ সংক্রান্ত আলোচনায় তিনি মানবীয় বুদ্ধিকে একটি কেন্দ্রিয় স্থানে রেখেছেন। সে কারণে গাযালীর বুদ্ধি সংক্রান্ত আলোচনাকে অত্যন্ত জীবনঘনিষ্ঠ বিষয় বলে চিহ্নিত করা যায়। আলোচ্য প্রবন্ধে গাযালীর বুদ্ধির প্রকৃতি, প্রকারভেদ, কার্যকারিতা এবং মানবজীবনের জন্য তার যে গুরুত্ব তা বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়েছে এবং তার মধ্যে ইসলামি ভাবধারার আবশ্যিক সম্পর্কের বিষয়টি দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।]

দার্শনিক ও ধর্মীয় বিশ্লেষণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষকে এ পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ জীবসত্তা (আশরাফুল মাখলুকাত) বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। বুদ্ধির কারণেই মানুষের এই শ্রেষ্ঠত্ব। কেননা বুদ্ধি মানুষকে অপরাপর প্রাণি থেকে আলাদা করেছে। সভ্যতার সূচনা থেকেই মানুষ কমবেশি যুক্তি বা বুদ্ধির চর্চা করে আসছে। বুদ্ধি মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, জ্ঞানের দিশারী। বুদ্ধির কারণে মানুষের অন্তর পূর্ণ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়, মানুষ সত্যকে চিনতে পারে। এই যুক্তি বা বুদ্ধির সাহায্যে মানুষ উচিত-অনুচিত, ভালো-মন্দ, মঙ্গল-অমঙ্গল ইত্যাদি নিরূপন করতে পারে। এই যুক্তি বা বুদ্ধি মানুষের মূল চালিকা শক্তি। যে ব্যক্তি বুদ্ধি দ্বারা প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সে ব্যক্তি নিষ্ঠাবান। ন্যায়নিষ্ঠ

* **আরিফা সুলতানাঃ** সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

জীবন সকলের কাম্য। তাই মানবজীবনে যুক্তি বা বুদ্ধির গুরুত্ব কতখানি তা আমরা সহজে উপলব্ধি করতে পারি। এই গুরুত্ব বিবেচনা করে বর্তমান প্রবন্ধে মানবীয় বুদ্ধি সম্পর্কে মুসলিম চিন্তাবিদ ইমাম গাযালীর (১০৫৮-১১১১ খ্রি.) অভিমত আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম গাযালী তাঁর *ইহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন* নামক গ্রন্থে ইসলামের একটি পূর্ণাঙ্গ ভাষ্য প্রদান করেন– যা ইসলামি চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠতম রূপায়ণ, ইসলামি চিন্তাধারার ওপর অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এবং বিশ্বের জ্ঞানভান্ডারে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। আলোচনার প্রথম পর্যায়ে গাযালী অনুসরণে বুদ্ধির প্রকৃতি ও প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং সবশেষে বুদ্ধির নৈতিক তাৎপর্য আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

ভূমিকাঃ

মানুষের প্রকৃতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ যে বৈশিষ্ট্যটি বা জাত্যর্থ (connotation) তুলে ধরা হয় তা হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তি। মানুষকে বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব বলে সজ্ঞায়নও করা হয়। জগতে বিদ্যমান বিভিন্ন জীবসত্তার মধ্যে মানুষকে যারা বা যেভাবে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসিয়েছে সেক্ষেত্রেও সবচেয়ে বড় বিবেচ্য বিষয় হলো বুদ্ধিবৃত্তি বা বৌদ্ধিক ক্ষমতা। এই বিষয়টিকে গুরুত্বদিলে এটি বলা চলে যে, মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব বা গুরুত্ব তার বুদ্ধিবৃত্তি বা বৌদ্ধিক ক্ষমতা ব্যবহারের ওপর অনেকটা নির্ভরশীল। সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মুক্তবুদ্ধির চর্চা তথা বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে লাগানোর ওপরই মানবজাতির অগ্রগতি তরান্বিত হয়েছে। যেব্যক্তি যে শ্রেণি বা যে জাতি বুদ্ধির ক্ষমতা যথার্থভাবে বা অধিক পরিমানে ব্যবহার করতে পেরেছে সভ্যতা সেখানেই সবচেয়ে বেশী আলো ছড়িয়েছে। তাই দেখা যায় যে, মানুষের মর্যাদাগত এমনকি বৈষয়িক প্রয়োজনের বিচারেও বুদ্ধির ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বুদ্ধির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হলে সর্বাগ্রে যে বিষয়টি জরুরী তা হলো এর প্রকৃতি সম্পর্কে অবগত হওয়া। দর্শনের ইতিহাসে এই বিষয়টির ওপর যে সকল দার্শনিক গুরুত্ব দিয়ে ভেবেছেন ইমাম আল-গাযালী তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি তার বিভিন্ন লেখায় মানববুদ্ধির প্রকৃতি, কার্যকারিতা ও সঠিক ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করেছেন। এর সাথে সাথে এর দ্বারা মানবজীবনকে কীভাবে বিকশিত করা যায়, সার্থক করা যায় তারও দিক-নির্দেশনা প্রদানের চেষ্টা করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে গাযালী অনুসরণে মানববুদ্ধির প্রকৃতি এবং তার বিভিন্ন কার্যকলাপ ও সঠিক ব্যবহারের একটি বিশ্লেষণমূলক আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ গবেষণা কর্মটির পদ্ধতি হিসেবে বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি ও বিচারমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করা হয়েছে।

বুদ্ধি সম্পর্কে গাযালীর অভিমত: গাযালী মনে করেন, বুদ্ধি সকল প্রকার জ্ঞানের উৎস ও ভিত্তি। (Uddin, 1996: 98) বুদ্ধি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তি মানুষকে অন্যান্য প্রাণি থেকে আলাদা করে। তাঁর মতে, বুদ্ধির কার্যকারিতার ওপর জ্ঞানের

ফলাফল নির্ভর করে, কেননা যেমন বলা হয়ে থাকে যে, 'ইলম' অর্থ আল্লাহ্ভীতি এবং আলিম সে ব্যক্তি যে আল্লাহ্তায়ালাকে ভয় করে। এখানে আল্লাহ্ভীতি ইলমের ফল ছাড়া কিছুই নয়। সর্বপ্রকার জ্ঞানই ব্যক্তির মধ্যে আগত, এবং এগুলো তখনই প্রকাশ পায়, যখন কোনো কারণে এগুলো চর্চিত হয়। গাযালী কখনো কখনো 'আকল'কে বোঝাতে 'ক্বলব' কথাটি ব্যবহার করেন। তাঁর মতে, আকল এবং ক্বলব উভয়ই মনকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। ক্বালব একটি অতীন্দ্রিয় সত্তা যা উপলব্ধি করে ও জ্ঞান অর্জন করে। (Uddin, 1996: 98) ব্যাপক অর্থে ক্বালব মানুষের সমগ্র মানসিক জীবনকে বোঝায় যা মানুষের নিম্নতর ও উচ্চতর প্রবৃত্তির দ্বারা গঠিত হয়। তাই ব্যাপক অর্থে ক্বালবের একটি অংশই আকল। আকল, ক্বালবের সর্বোচ্চ প্রবৃত্তি। গাযালী ক্বালবের সাথে আকল বা বুদ্ধির সম্পর্ককে সূর্যের আলো ও চোখের দৃষ্টির সাথে তুলনা করেছেন। সূর্য থেকে আলো এবং চোখ থেকে চোখের দৃষ্টির মতো আকল থেকে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। আকল বা বুদ্ধির উৎপত্তি হয় ক্বালব থেকে। (Uddin, 1996: 98) গাযালী মনে করেন, বুদ্ধির চারটি ভিন্ন অর্থ (Faris,1962: 218) রয়েছে। নিচে এই চারটি অর্থ বিশ্লেষণ করা হলো:

প্রথমত: গাযালীর মতে, বুদ্ধি বা যুক্তি এমন একটি গুণ যা দ্বারা মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা। অর্থাৎ বুদ্ধি দ্বারা মানুষের মধ্যে চিন্তাগত জ্ঞান-বিজ্ঞান গ্রহণ করা ও বিমূর্ত বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করার যোগ্যতা সৃষ্টি হয় যা তাকে অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা করে। (Faris,1962: 218-219) যুক্তি বা বুদ্ধির পরিচয় দিতে গিয়ে হারেছ ইবনে আসাদ মুহাসেবী বলেন, এ এমন কিছু যা দ্বারা মানুষ চিন্তাগত শাস্ত্র আয়ত্ত করার যোগ্যতা অর্জন করে। এ যেন অন্তরে একটি নূর বা আলো, যার দ্বারা মানুষ কোনো কিছু উপলব্ধি করার যোগ্যতা লাভ করে (ইমদাদুল্লাহ, ২০০৬: ১১১)।

দ্বিতীয়ত: গাযালীর মতে, বুদ্ধি জ্ঞানের একটি রূপ বা আকার প্রদান করে যা দ্বারা হিতাহিত জ্ঞানসম্পন্ন একজন ব্যক্তি সম্ভাব্য বিষয়সমূহের সম্ভাব্যতা ও আবশ্যিকতার জ্ঞান উপলব্ধি করতে পারে। যেমন–দশ তিনের অধিক, আবার একই ব্যক্তি একই সময়ে দু'স্থানে অবস্থান করতে পারে না (Faris,1962: 219)| এ বিষয়গুলো বুদ্ধির মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়। এই জ্ঞান সার্বিক ও স্বত:সিদ্ধ। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সব সময়ের জন্যে তা প্রযোজ্য। এই বুদ্ধি হচ্ছে মানুষের জন্মগত বা সহজাত। বুদ্ধিবাদী দার্শনিকরা এই বুদ্ধিকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন (Mustafa, 2003: 46)।

তৃতীয়ত: গাযালী মনে করেন, দৈনন্দিন অবস্থা অবলোকন এবং তার দ্বারা অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে উৎপন্ন জ্ঞানের ক্ষেত্রে তৃতীয় ধরণের বুদ্ধি ব্যবহৃত হয় (ইমদাদুল্লাহ, ২০০৬: ১১১)। যেমন, কাঁটাযুক্ত গোলাপে হাত দেওয়ার কারণে যদি কারো হাতে কাঁটা ফোটে, তাহলে সে দ্বিতীয়বার কাঁটাযুক্ত গোলাপে হাত দেওয়ার আগে সতর্কতা

অবলম্বন করবে। গাযালী মনে করেন, স্বভাবগত বুদ্ধি ও সুস্পষ্ট বুদ্ধি থেকে অভিজ্ঞতার জ্ঞান সৃষ্টি হয়। এটা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত হয়। তাই অভিজ্ঞতায় নিপুণ এবং পরিপূর্ণ মানুষকে বুদ্ধিমান বলা যায় (ইমদাদুল্লাহ, ২০০৬: ১১১)। এই অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান হলো বস্তুগত জ্ঞান। অভিজ্ঞতায় শুধুমাত্র বস্তু জগতের জ্ঞানই অর্জিত হয়। অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকগণ অভিজ্ঞতাকে সকল জ্ঞানের উৎস হিসেবে বিবেচনা করেন, কিন্তু গাযালী কেবল এক বিশেষ ধরণের জ্ঞানের উৎস হিসেবে অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেন।

চতুর্থত: বুদ্ধির এ স্তরে যখন কারো স্বভাবগত বা সহজাত প্রবৃত্তির ক্ষমতা বেড়ে যায় তখন এর দ্বারা সে বিষয়সমূহের পরিণাম কি হবে তা বলতে পারে। এ শ্রেণীর বুদ্ধি মানুষের একটি বিশেষ ধরণের বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র্য, যা মানুষকে অন্যান্য জীব থেকে আলাদা করেছে (Faris,1962: 219)। এমনকি এ ধরণের বুদ্ধি এক ব্যক্তিকে অন্য আরেক ব্যক্তি থেকে স্বতন্ত্র করে। বুদ্ধির এই স্তরে বস্তুর প্রকৃত স্বরূপের জ্ঞান হয়।

বুদ্ধির এই চারটি অর্থ ও ব্যবহারের মধ্যে প্রথমটি হলো অন্য তিনটির ভিত্তি ও তাদের উৎস। প্রথম দুটি হলো সহজাত এবং শেষ দুটি অর্জিত। এ কারণে হযরত আলী (রা) বলেছেন, জ্ঞান দু'প্রকার। যেমন: স্বভাবগত জ্ঞান ও অর্জিত জ্ঞান। তাঁর মতে, চোখের আলো নিভে গেলে যেমন সূর্যের আলো কোনো কাজে আসে না, তেমনি স্বভাবগত জ্ঞান অন্তরে না থাকলে অর্জিত জ্ঞান দ্বারা কোন উপকার পাওয়া যায় না (ইমদাদুল্লাহ, ২০০৬: ১১১)। গাযালী মনে করেন, জ্ঞানের এই রূপগুলো প্রকৃতির দ্বারা বুদ্ধির মধ্যে নিহিত এবং এই জ্ঞান বাইরে থেকে ব্যক্তির মধ্যে আগত নয়; বরং তাঁর প্রবৃত্তির মধ্যেই প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত থাকে। পরে কোন কারণে এগুলো প্রকাশ পায়। গাযালী এই ধারণাটিকে কূপের পানির সাথে তুলনা করেন। কূপ খনন করলে আপনা থেকে পানি বের হয়ে আসে। পানির মধ্যে বাইরে থেকে কোন কিছু কূপে নিক্ষেপ করা হয় না। বাদামের মধ্যে তেল এবং গোলাপের মধ্যে সুঘ্রাণ এভাবেই লুক্কায়িত থাকে (Faris,1962: 222)।

গাযালী আবার এই চার ধরণের বুদ্ধিকে দু'ধরণের বুদ্ধিতে রূপান্তরিত করেন (Uddin, 1996: 98)। যেমন: ১. জন্মগত বা সহজাত বুদ্ধি এবং ২. অর্জিত বুদ্ধি। জন্মগত বা সহজাত বুদ্ধি মানুষ জন্মের সময় থেকে নিয়ে অসে। শৈশবে এই বুদ্ধি সুপ্ত অবস্থায় থাকে। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। তাই এই বুদ্ধিকে স্বাভাবিক জ্ঞান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই বুদ্ধি আকারগত জ্ঞান প্রদান করে। ইন্দ্রিয়ের সাথে বস্তুজগতের সংযোগের ফলে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। আর এই অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানই অর্জিত জ্ঞান। বস্তু জগতের জ্ঞানকেই শুধুমাত্র অভিজ্ঞতায় অর্জন করা যায়। তাই এই জ্ঞান মূলত বস্তু জগতের জ্ঞান। এ ক্ষেত্রে বলা যায়, অভিজ্ঞতালব্ধ

জ্ঞান হচ্ছে প্রাথমিক জ্ঞান। বহুবিধ প্রাথমিক জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় জ্ঞান। আর নানাবিধ জ্ঞানের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয় প্রজ্ঞা। নানাবিধ প্রজ্ঞার ব্যবহারিক পর্যায়ে তৈরি হয় নানা ধরণের নতুন নতুন জ্ঞান। সেই সূত্রেই প্রজ্ঞার পরিধি বৃদ্ধি পায়। এসব অভিজ্ঞতা মানুষের স্মৃতিকোষে জমা থাকে, যেমন- উত্তপ্ত লোহা এবং সেই লোহায় হাত দিলে হাত পুড়ে যাবে। এই দুটি প্রজ্ঞার ভিতর দিয়ে যে বোধের জন্ম হয় তাই অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে, শিশুরা জলন্ত মোমবাতি ধরতে যায়। একবার মোমবাতির শিখা ধরতে গিয়ে যে জ্ঞানের জন্ম তা শিশুর স্মৃতিতে থাকবে অভিজ্ঞতা হিসেবে। তাই সে অভিজ্ঞতার কারণে দ্বিতীয়বার হাত দিয়ে মোমবাতির শিখা ধরতে যাবে না।[৩৫] ইমাম আল-গাযালী ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণকে বস্তুত বুদ্ধির একটি দিক বলে মনে করেন। অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান ও বুদ্ধির মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গাযালী বলেন, অভিজ্ঞতা দ্বারা যাকে শেখানো হয় তাকে বুদ্ধিমান বলা হয় (Faris,1962: 227)। অর্জিত জ্ঞান আবার দুই প্রকার। যথা: ১.অবভাসিক ২. আধ্যাত্মিক। (Uddin, 1996: 99) গাযালীর মতে, ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষণের মাধ্যমে অবভাসিক বা বস্তু জগতের ঘটনা ও বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা যায়। মানবাত্মা তার শিক্ষার জন্য ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের জন্য বস্তু জগত থেকে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অর্জিত বৈজ্ঞানিক তথ্য উপাত্তের জ্ঞান মানুষকে সমৃদ্ধ ও আলোকিত করে (Mustafa, 2003: 44)। অন্যদিকে আধ্যাত্মিক বাস্তবতার জ্ঞান হলো জ্ঞানের সর্বোচ্চ রূপ। আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞানার্জনের জন্য গাযালী বুদ্ধির উর্ধ্বে এক উচ্চতর বৃত্তি হিসেবে স্বজ্ঞার কথা বলেন। তিনি মনে করেন, স্বজ্ঞার মাধ্যমে যথার্থ জ্ঞান পাওয়া যায়। স্বজ্ঞার মাধ্যমে ব্যক্তির আত্মা আল্লাহ্‌র নূর বা আলোয় আলোকিত হয়ে পরমসত্তা এবং যাবতীয় তত্ত্ব জ্ঞান ও রহস্য উপলব্ধি করে। প্রতারণাময় এ জগৎ থেকে নিজেকে মুক্ত করে স্থায়ী পরকালের প্রতি মনোনিবেশের দ্বারা ব্যক্তি তার অন্তরে মহান আল্লাহ্‌র এই নূর বা আলো লাভ করতে পারেন (কাদেরী, ২০১২: ২৬)।

গাযালীর মতে, জ্ঞানের দু'টি উদ্দেশ্য রয়েছে (Uddin, 1996:100)। প্রথমত, এটি জাগতিক বস্তুর অস্তিত্ব ও তার সম্পর্কের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে। দ্বিতীয়ত, এটি মানুষের আচরণের নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করে। তদানুসারে বুদ্ধির দুটি দিক রয়েছে (Uddin, 1996:100)। যথা: ১. তাত্ত্বিক বুদ্ধি ২. ব্যবহারিক বুদ্ধি। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জগতের সাথে তাত্ত্বিক বুদ্ধি সম্পর্কিত। সাধারণত কোন কিছু অনুধাবণ করা, সাধারণীকরণ করা ও ধারণা গঠনে তাত্ত্বিক বুদ্ধি ব্যবহৃত হয়। এই বুদ্ধি মূর্ত থেকে বিমূর্ত, বিশেষ থেকে সার্বিক, এবং বিভিন্নতা থেকে ঐক্যের দিকে পরিচালিত হয় (Uddin, 1996:100-101)। তাত্ত্বিক বুদ্ধির মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান লাভ করা যায়। অন্যদিকে ব্যবহারিক বুদ্ধি মানুষের আচরণ ও কার্যাবলীর সাথে সম্পর্কিত, এবং ব্যবহারিক বুদ্ধির ক্ষেত্রে, তাত্ত্বিক বুদ্ধির প্রভাব রয়েছে। বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষাপটে

ব্যক্তির আচরণ ও তার কার্যাবলী ব্যবহারিক বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়। যেমন-একজন শিল্পীর সমগ্র জীবন তাত্ত্বিক কারণ দ্বারা গৃহীত আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হয়। তবে তাঁর ব্যক্তিগত কার্যের বেশির ভাগ সিদ্ধান্তে তাত্ত্বিক বুদ্ধি প্রভাবিত কওে (Uddin, 1996:100)। আল-গাযালী মনে করেন, মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এই বুদ্ধি মানুষের জন্য একটি বড় নিয়ামত। বুদ্ধির মহৎ প্রকৃতি সম্পর্কে পবিত্র কুরআন যা বলেছে গাযালী তা বর্ণনা করেছেন। "আল্লাহ্‌তায়ালা আসমান ও যমীনের নূর (জ্যোতি)। তাঁর আলো হলো একটি শিখার মতো যেখানে একটি প্রদীপ রয়েছে– প্রদীপটি কাচের মধ্যে আবৃত ছিল। যেমনটি ছিল একটি উজ্জ্বল তাঁরকা।" (আল-কুরআন, ২৪: ৩৪) আল্লাহ্‌তায়ালা পবিত্র কুরআনে বুদ্ধিকে নূর হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। গাযালী নূর বা আলো শব্দটিকে বুদ্ধি হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন যাতে বুদ্ধির আভিজাত্য ঐশ্বরিক আলোর সাথে তার সাদৃশ্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যে জ্ঞান সম্ভব হয় না, বুদ্ধির আলোয় তা সম্ভব হয় এবং ব্যক্তির নিকট তা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। আল্লাহ্‌তায়ালা বুদ্ধি থেকে উদ্ভূত ইলমকে রূহ, অহী এবং হায়াত তথা পরমায়ু বলে উল্লেখ করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– "এমনিভাবে আমি আমার আদেশে আপনার কাছে রূহ প্রেরণ করেছি" (আল-কুরআন, ১৭: ৮৫)।

আল-গাযালী মনে করেন, প্রতিটি মানুষ বাস্তবতার অন্তর্নিহিত জ্ঞান নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এটি (বিশ্বাসটি) প্রকৃতির দ্বারা মানুষের আত্মায় সঞ্চায়িত হয়, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে কিছু লোক এটি ভুলে যায়, অন্যরা কিছু সময়ের জন্য এটি ভুলে যায়, তবে অবশেষে এটি মনে পড়ে (ইমদাদুল্লাহ, ২০০৬: ১১২-১১৩)। কেননা আল্লাহ্‌তায়ালা সব আত্মাকে তাঁর প্রভূত্বের স্বীকৃতিসূচক "হ্যা" উত্তরটির মাধ্যমে তাওহীদের প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন (আল-কুরআন, ৭: ১৭২)। মহান আল্লাহ্‌ বলেছেন,"নিঃসন্দেহে, আল্লাহ্‌র স্মরণে অন্তরগুলি আশ্বস্ত হয়" (আল-কুরআন, ১৩: ২৮)। আল-গাযালী এটিকে আল-লাতিফাহ আল-রূহানিয়্যাহ (আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মতা) বা আধ্যাত্মিক কেন্দ্র হিসেবে অভিহিত করেছেন যা মানুষকে অন্যান্য জীবের থেকে আলাদা করে তোলে। মহানবী (সা.) তাঁর একটি হাদীসে বলেছেন, "সকল শিশুই ফিৎরাতের বা প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে ...।" (বুখারী শরীফ) গাযালী মনে করেন, যিনি অন্তর্দৃষ্টি ব্যবহার করেন তার কাছে এই তথ্যগুলো স্পষ্ট হয় (Sway, 1969:117)। আল্লাহ্‌তায়ালা বুদ্ধির চেয়ে অধিক সম্মানিত কোন কিছু সৃষ্টি করেননি। বুদ্ধির মানদন্ডে পরকালে পাপ-পুণ্যের বিচার করবেন এবং তার ভিত্তিতে পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করবেন। এ থেকে বুদ্ধির তাৎপর্যপূর্ণ প্রকৃতি আমরা সহজেই বুঝতে পারছি। তবে গাযালী মনে করেন, বুদ্ধির চেয়ে উচ্চতর একটি বৃত্তি রয়েছে, যেখানে সত্তার জ্ঞান উন্মোচিত হয়। এই বৃত্তি হচ্ছে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বা স্বজ্ঞা যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি সরাসরি ঐশ্বরিক উৎস থেকে জ্ঞান অর্জন করতে পারে। গাযালী এই জ্ঞানের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেননি। তিনি

মনে করেন, মহান আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ছাড়া এই জাগতিক জীবনের প্রকৃত রহস্য জানা সম্ভব নয়। তবে সাধারণ মানুষের মধ্যে যাদেরকে তিনি স্বজ্ঞার শক্তিতে শক্তিমান করেছেন তারা কোনো কোনো ক্ষেত্রে লাভ করেছেন সুনিশ্চিত সত্য (দস্তগীর ও হোসেন, ২০১১: ২৩৫)। আর এই ধরণের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা প্রকাশ করা যায় না।

বুদ্ধির গুরুত্ব বা তাৎপর্য: গাযালী মনে করেন, মানবীয় যুক্তি বা বুদ্ধি হলো সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস বা মূল। বুদ্ধি হলো সূর্যের ন্যায় যার আলোকে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন আলোকিত হয়। বুদ্ধি বৃক্ষের ন্যায় যার ছায়াতলে আশ্রয় নেয়া যায়। মানুষের সমগ্র জীবনে যুক্তি বা বুদ্ধির গুরুত্ব রয়েছে। এ ক্ষেত্রে তিনি হাদিসের উদ্ধৃতি দেন। হাদিসে বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ্‌ মানুষের শারীরিক দিক দেখবেন না, চেহারা বা তার সম্পত্তিও নয়। কিন্তু তিনি মানুষের আত্মার পাশাপাশি তার ভালো কাজ দেখবেন (ইমদাদুল্লাহ, ২০০৬: ১১১)। এখানে দেখা যাচ্ছে আল্লাহ্‌তায়ালা মানুষের ক্রিয়াকলাপ বা আমলের ওপর ভিত্তি করে বিচার করবেন। তাই মানুষের আমল হতে হবে ভালো, ন্যায়ভিত্তিক। ভালো আমল আবার বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল। যার বুদ্ধি আছে সেই ভালো আমল করবে। ভালো আমলের জন্য বুদ্ধির গুরুত্ব রয়েছে।

গাযালী মতে, বুদ্ধি মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বুদ্ধির কারণে মানুষের এই শ্রেষ্ঠত্ব। তিনি বলেন, বুদ্ধি আল্লাহ্‌তায়ালা প্রদত্ত এমন মূল্যবান সম্পদ, যার মাধ্যমে মানুষ সৌভাগ্যবান ও সুখী হতে পারে। দু:খ-দুর্দশা ও দারিদ্র থেকে মুক্তি পেতে পারে। এর কারণে মানুষ সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য করতে পারে এবং অকল্যাণ ও অসৎ পথ থেকে বিরত থাকতে পারে। বুদ্ধির বদৌলতে মানুষের অন্তরজগৎ উর্বর হয়ে ওঠে। বুদ্ধি সৌভাগ্যের সোপান। তাই বুদ্ধির চেয়ে বড় কোন সম্পদ হতে পারে না। বুদ্ধির মাধ্যমে মানুষ বাস্তবমুখী কর্মমুখর জীবনযাপন করতে পারে। বুদ্ধির দ্বারা সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত হতে পারে। এ সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা:) বলেন, আমি মহানবী (সা:) এর নিকট আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা:) দুনিয়াতে মানুষ শ্রেষ্ঠ কোন বস্তুর মাধ্যমে? তিনি বললেন, বুদ্ধির মাধ্যমে। আমি আরজ করলাম, আখিরাতে কোন বস্তুর মাধ্যমে? তিনি বললেন, বুদ্ধির মাধ্যমে। আমি আরও আরজ করলাম, তাদের কর্মের বিনিময়ে প্রতিদান মিলবে না? তিনি বললেন, আয়েশা! তারা ততটুকু করবে যতটুকু মহান আল্লাহ্‌ তাদের বুদ্ধি দিবেন। অতএব বুদ্ধি অনুযায়ীই কর্ম হবে এবং কর্মের প্রতিদান মিলবে (আল-কুরআন, ৩৯: ১৮)। অর্থাৎ আল্লাহতায়ালার প্রদত্ত বুদ্ধি অনুযায়ী বান্দা দুনিয়াতে কর্ম করবে এবং সে কর্ম অনুযায়ী আখেরাতে তাকে প্রতিদান দেওয়া হবে। এ থেকে বোঝা যায় আখিরাতে ভালো ফলাফলের জন্য ইহজগতে যুক্তি বা বুদ্ধির সঠিক ব্যবহার কতটা জরুরী।

গাযালী মনে করেন, আল্লাহ্‌তায়ালা কাজের মানদণ্ড হিসেবে বুদ্ধি সৃষ্টি করে এর গুরুত্বকে আরও তাৎপর্যমণ্ডিত করেছেন। তাঁর মতে, বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সঠিক পথে

পরিচালিত হতে পারেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা বলেন, " যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং তার মধ্যে যা উত্তম তা গ্রহণ করে, তাদেরকে আল্লাহ্তায়ালা সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তারাই বোধশক্তিসম্পন্ন" (আল-হাদিস ইমদাদুল্লাহ, ২০০৬: ১১০)। এ থেকে বোঝা যায় যুক্তি বা বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী জীবনযাপন করে সৎপথে পরিচালিত হতে পারেন। আর এই বুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালা শেষবিচারের দিনে ভালোমন্দ কাজের ফয়সালা করবেন। এ সম্পর্কে মহানবী (সা:) বলেছেন, "আল্লাহ্তায়ালা বুদ্ধি সৃষ্টি করেছেন তারপর তাকে বলেছেন, সামনে এস, সে সামনে এলে আল্লাহ্তায়ালা তাকে বললেন, পেছনে ফের। সে পেছনে ফিরলেন। আল্লাহ্তায়ালা বললেন, আমার ইযযত এবং মাহাত্ম্যের কসম! আমি তোমার চেয়ে অধিক সম্মানিত কোন কিছু সৃষ্টি করিনি। আমি (সবাকে) তোমার মাধ্যমেই সম্মান ছিনিয়ে নিব। তোমার মাধ্যমেই সম্মান দেব। তোমার কারণেই সওয়াব দেব এবং তোমার কারণেই শাস্তি প্রদান করব" (আল-কুরআন, ৩: ১৮)। এ থেকে বোঝা যায় বুদ্ধি মানুষকে সুপথে পরিচালিত করতে পারে আবার বুদ্ধিহীনতার কারণে মানুষ বিপথে যেতে পারে। তাই বুদ্ধির গুরুত্ব উপলব্ধি করে মানুষ বুদ্ধির দ্বারা সুপথে পরিচালিত হতে পারে।

গাযালী মনে করেন, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কাছে বুদ্ধিমান ব্যক্তি অধিক মর্যাদাপূর্ণ, যদিও সে দেখতে অসুন্দর হয়। এ সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ্তায়ালা বলেন: "আল্লাহ, ফেরেশতাগণ ও ন্যায়ের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত আলেমগণ স্বাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি ছাড়া আর কেউ উপাস্য নেই" (আল-কুরআন, ৫৮: ১১)। এই আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা প্রথমত স্বীয় সত্তা, তারপর ফেরেশতাগণ এবং তারপর ন্যায়-নিষ্ঠাবান আলেমদের কথা উল্লেখ করেছেন। ইল্ম বা জ্ঞানের মাহাত্ম্য, শ্রেষ্ঠত্ব এবং মৌলিকত্ব উপলব্ধি করার জন্য এই তো যথেষ্ট। আল্লাহ্তায়ালা আরও বলেছেন, "যারা তোমাদের মধ্যে মু'মিন আর যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ্ তাদের পদমর্যাদা উঁচু করে দেন" (আল-কুরআন, ৩৯: ৯)। অর্থাৎ সৃষ্টি জগতের অন্যান্য প্রাণীর ওপর বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। এমনকি, জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনা তাকে অপরাপর মানুষ থেকেও মর্যাদাবান করেছে। কেননা যাদের মধ্যে দ্বীনের আলো নেই তারা সঠিক উপদেশ গ্রহণ করে না এবং সঠিক পথে পরিচালিত হতে পারে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ্তায়ালা বলেন, "... (হে নবী!) বল, যারা মূর্খ ও যারা বিদ্বান তারা কি সমান? বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে" (আল-কুরআন, ২৯: ৬৯) । মহান আল্লাহ্ আরও বলেন, "যারা আমাদের উদ্দেশ্যে কঠোর চেষ্টা করে, আমরা তাদের অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব" (আল-হাদিস, ইমদাদুল্লাহ, ২০০৬: ১১০) । এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা:)ও ইরশাদ করেছেন: "জেনো রাখ বুদ্ধি তোমাদেরকে তোমার প্রতিপালকের কাছে মাহাত্ম্য দান করবে। জেনো রাখ, সে-ই বুদ্ধিসম্পন্ন যে

আল্লাহ্তায়ালার অনুগত, যদিও সে আকৃতিতে সুন্দর নয়" (ইমদাদুল্লাহ, ২০০৬: ১০)। মহানবী (সা:) আরও বলেন, "জ্ঞান মর্যাদাশীল ব্যক্তির মর্যাদা অধিক বৃদ্ধি করে আর দাস গোলামকে তা এত উঁচু করে দেয় যে, সে বাদশাহর আসনে অধিষ্ঠিত হয়।" (ইমদাদুল্লাহ, ২০০৬: ১৮)। বিজ্ঞ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) বলেছেন যে, "আলেম অর্থাৎ জ্ঞানী মু'মিনদের মর্যাদা সাধারণ মু'মিনদের অপেক্ষা সাত স্তর বেশি। আর এক স্তর থেকে আর এক স্তরের দূরত্ব পাঁচশ বছরের পথ" (আল-কুরআন, ইমদাদুল্লাহ, ২০০৬: ১৮)। এ থেকে বুদ্ধির গুরুত্ব সহজই অনুমেয়। এ থেকে বোঝা যায় যুক্তি বা বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি উচ্চতর মানবীয় মানসম্পন্ন। আর যা তাকে অপরাপর মানুষ থেকে আলাদা করে। এ থেকে বুদ্ধির গুরুত্বকে অনুধাবন ও তদানুসারে কাজ করে সহজেই উচ্চতর পদমর্যাদায় পৌছানোর চেষ্টা করা যেতে পারে।

গাযালী বলেন, শরীয়তের বিধি-বিধান পালন করতে আমাদের বুদ্ধির প্রয়োজন হয়। বুদ্ধি দিয়ে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক বিষয়ে ইসলামি বিধান কী তা জানতে পারা যায় এবং তদানুসারে সৎ পথে জীবন নির্বাহ করা যায়। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে হালাল-হারাম সম্পর্কে জানা যায়। সামাজিক জীবনে যাকাতের গুরুত্ব সম্পর্কে জানা যায় এবং সুদ ও ঘুষ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আল্লাহ্তায়ালা বলেন, "হে আদম সন্তানগণ! আমি তোমাদের জন্য পাঠিয়েছি পোশাক-পরিচ্ছদ যেন তোমাদের লজ্জাস্থান ঢেকে রাখো আর (নাযিল করেছি) পশম এবং পরহেজগারী সুলভ পরিচ্ছদ, এটিই সর্বোত্তম"(আল-কুরআন, ইমদাদুল্লাহ, ২০০৬: ১৮)। আয়াতের ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেছেন যে, এক্ষেত্রে পোশাক অর্থ শিক্ষা বা জ্ঞান, পশম অর্থ বিশ্বাস আর পরহেজগারী সুলভ পরিচ্ছদ দ্বারা লজ্জার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ্তায়ালা আরও বলেন, "যদি তারা বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সা:) এর কাছে ও প্রভাবশালীদের কাছে পেশ করত, তাহলে তাদের মধ্যে জ্ঞান অনুসন্ধানকারীগণ তা জেনে নিতে পারত।" (তিরমিযি) উপর্যুক্ত আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা পারস্পরিক আচারানুষ্ঠানে তাঁর নিজের বিধানকে জ্ঞানীদের কিয়াস এবং ইজতেহাদের উপর ন্যস্ত করেছেন মহান আল্লাহ্র বিধান জানার ব্যাপারে তাদের মর্যাদাকে নবী-রাসূলদের মর্যাদার সাথে সংযুক্ত করেছেন। মহানবী (সা:) বলেন, "ধর্ম-জ্ঞানে জ্ঞানীগণ নবী-রাসূলদের উত্তরাধিকারী" (আল-কুরআন, ইমদাদুল্লাহ, ২০০৬: ১৮)। আল্লাহ্তায়ালা বলেন, "আমি তাদের নিকট এমন কিতাব পাঠিয়েছি যা জ্ঞানের সাথে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বর্ণনা করেছি" (আল-কুরআন, ১৬: ১২৫)। অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালা পবিত্র কুরআনকে মানুষের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে পাঠিয়েছেন। মানুষের জীবনের এমন কোন দিক নেই যা পবিত্র কুরআনে আলোচনা হয়নি। মহানবী (সা:)-কে আল্লাহ্তায়ালা প্রজ্ঞাসহকারে মানুষকে ধর্মের দিকে আহবান করতে বলেছেন। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান কর হিকমত (প্রজ্ঞা) ও সদুপদেশ

দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক করবে উত্তম পন্থায়" (আল-হাদিস, ইমদাদুল্লাহ, ২০০৬: ১১০)। মহানবী (সা:) বলেছেন, "হে মানুষ! তোমরা আল্লাহ্কে চেন এবং পরস্পর পরস্পরকে বুদ্ধির উপদেশ দাও। তাতে সিদ্ধ ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলো জানতে পারবে" (বুখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ)। মহানবী (সা:) বলেন, আল্লাহ্তায়ালা যার কল্যাণ কামনা করেন, তাকে ধর্মের জ্ঞান দান করেন ও তাকে সৎপথ প্রদর্শন করেন (ইমদাদুল্লাহ, ২০০৬: ১১২) ইসলাম যে মানবিক চিন্তা ও যুক্তি বা বুদ্ধিকে মূল্যায়ন করেছে তার জন্য তো এতটুকু যথেষ্ট যে, কোনো দায়িত্ব অর্পনের ক্ষেত্রে ইসলাম বুদ্ধিকে প্রধান শর্ত করেছে। তাই ইসলাম কেবল বুদ্ধিমান লোককে তার বিধিনিষেধ পালনের নির্দেশ দিয়েছে। এছাড়া উল্লেখিত পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদীস থেকে বুঝতে পারা যায় যে, নবুয়ত অপেক্ষা বড় কোনো পদমর্যাদা নেই আর তার উত্তরাধিকার থেকে বেশি গৌরব ও সম্মানের কিছু নেই। বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সম্মান ও পদমর্যাদাকে নবী-রাসূলদের মর্যাদাভূক্ত করে আল্লাহ্তায়ালা জ্ঞানী মানুষের মর্যাদাকে সম্মানিত করেছেন।

গাযালী মনে করেন, বুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্যশীল হওয়ার স্তর উচ্চতর হবে। কেননা আল্লাহ্তায়ালা বুদ্ধির চেয়ে উত্তম কোন কিছু সৃষ্টি করেনি। বুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালা ভালো কাজের পুরস্কার ও মন্দ কাজের শাস্তি দিয়ে থাকেন। যুক্তিবোধসম্পন্ন ব্যক্তি আল্লাহ্র পরম সান্নিধ্যে থাকবে। তাই তাঁর মতে, মানুষ যখন বিভিন্ন প্রকার সৎকর্ম দ্বারা নৈকট্য অর্জন করে, তখন বুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য অর্জন করা যেতে পারে। মহানবী (স:) আবু দারদাকে লক্ষ্য করে যা' বলেছিলেন তার দ্বারাও তা-ই বুঝানো হয়েছে যে, তুমি অধিক বুদ্ধিমান হও যেন প্রতিপালকের বেশি নিকটবর্তী হতে পার (আল-হাদিস, ইমদাদুল্লাহ, ২০০৬: ১১০)। মহানবী (সা:) বলেন, "যদি আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য লাভের জ্ঞানার্জন না করার দিন আমার উপর আসে, তবে সে দিনের সূর্যোদয় যেন আমার নছিব না হয়" (আল-হাদিস, ইমদাদুল্লাহ, ২০০৬: ১১০)। হযরত উমর (রা:) বলেন, মহানবী (সা:) ইরশাদ করেছেন, "মানুষের আয়-উপার্জনের মধ্যে বুদ্ধির তুল্য অন্য কিছু নয়। বুদ্ধি মানুষকে হেদায়েতের পথ প্রদর্শন করে এবং বিনাশ হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখে" (আল-হাদিস, ইমদাদুল্লাহ, ২০০৬: ১১০)। মানুষের ক্ষেত্রে বুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহ্তায়ালার নৈকট্য লাভের সুযোগ রয়েছে যা অন্যকোন প্রাণির বেলায় সেই সুযোগ নেই।

গাযালী বলেন, ঈমানপূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে বুদ্ধির গুরুত্ব রয়েছে। কারও বুদ্ধি পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তার ঈমান পূর্ণ হয় না এবং দ্বীন যথার্থ হয় না। আল্লাহ্তায়ালা যখন মানুষের বুদ্ধির পূর্ণতা দান করেন তখন আদব আখলাক সবকিছুই পূর্ণতায় পৌছে যায়। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, "মানুষ তার সচ্চরিত্রের মাধ্যমে রোযাদার এবং রাত্রি জাগরণকারীর স্তরে উপনীত হয়। সচ্চরিত্রতা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় বুদ্ধির পূর্ণতার মাধ্যমে।

বুদ্ধির পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়ে গেলে ঈমানে পূর্ণতা আসে, প্রতিপালকের আনুগত্য অর্জিত হয় এবং চির দুশমন শয়তানের নাফরমানী সৃষ্টি হয়" (আল-হাদিস, ইমদাদুল্লাহ, ২০০৬: ১১০)। আবু সাঈদী খুরদী (রা:) বলেন, মহানবী (রা:) ইরশাদ করেছেন, "সবকিছুরই একটা নির্ভর থাকে। ঈমানদারের নির্ভর তার বুদ্ধি" (ইমদাদুল্লাহ, ২০০৬: ১১০)। অতএব তার ইবাদতও বুদ্ধি অনুযায়ী হয়ে থাকে। গাযালী মনে করেন, নেতৃত্বদানকারী হিসেবে বুদ্ধির একটি ভূমিকা ও গুরুত্ব রয়েছে। তাঁর মতে, সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপনের প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে চিন্তা-ভাবনা ও যুক্তি বা বুদ্ধিকে কাজে লাগানো। মানুষ যত বেশী যুক্তি বা বুদ্ধিকে কাজে লাগাবে, ততবেশি তা শাণিত হবে এবং উত্তম উপায়ে জীবনযাপনের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধা হবে। যাদের চিন্তাশক্তি ও বিবেক শাণিত তারা তাদের মনের ওপর সহজেই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং জীবনের সবপর্যায় সঠিকভাবে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। 'তোমাদের মধ্যে সর্দার কোনটি '? হযরত উমর (রা:) এ প্রশ্নের জবাবে তামীমদারী বললেন বিবেক। হযরত উত্তরে বললেন তুমি ঠিকই বলেছ। হযরত উমর (রা:) বললেন, আমি মহানবী (সা:) কে নেতৃত্ব বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি বললেন, আমি জিব্রাইলকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, নেতৃত্ব কি? তিনি জবাব দিলেন বুদ্ধি (ইমদাদুল্লাহ, ২০০৬: ১১০)। এ থেকে বোঝা যায় বুদ্ধি হচ্ছে সর্দার বা নেতা। মানুষের বুদ্ধি হচ্ছে নেতৃত্বদানকারী শক্তি যা দিয়ে মানুষ সত্য উপলব্ধি করতে পারে এবং সঠিক কাজে পরিচালিত হতে পারে।

গাযালী মনে করেন, যে কোন বস্তুর বাহন হিসেবে বুদ্ধির গুরুত্ব রয়েছে। বাহন যেমন কোন বস্তুকে তার গন্তব্যে নিয়ে যায় ঠিক তেমনি বুদ্ধি বাহন হিসেবে মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথ দেখায়। বারা' ইবনে আযেব (রা:) বলেন, একদিন লোকগণ মহানবী (সা:)-কে খুব বেশী প্রশ্ন করলে তিনি বললেন- হে লোকগণ! প্রত্যেক বস্তুর একটি বাহন আছে। মানুষের বাহন হলো তার বুদ্ধি। তোমাদের মধ্যে যার বুদ্ধি বেশি তার যুক্তি ও প্রমাণই উত্তম (ইমদাদুল্লাহ, ২০০৬: ১১০)। আবু হুরায়রা (রা:) বললেন, উহুদ যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে মহানবী (সা:) লোকদের বলাবলি করতে শুনলেন একজন অন্যজনের তুলনায় বাহাদুর। যুদ্ধের পরীক্ষায় অমুক অমুকের চেয়ে উত্তীর্ণ। মহানবী (সা:) তখন বললেন, তোমরা এ বিষয়ে জান না। তারা ততটুকু যুদ্ধ করেছে, যতুটুকু বিবেক আল্লাহ্তায়ালা তাদের দান করেছেন। তাদের জয়-পরাজয় তাদের বুদ্ধি অনুযায়ী হয়েছে। তাদের মধ্যে যারা শহীদ হয়েছে তাদের স্তর ও বিভিন্ন রূপ আছে। রোজ কিয়ামতে তারা তাদের বুদ্ধি ও নিয়ত অনুসারে মর্যাদা লাভ করবে (আল-হাদিস, ইমদাদুল্লাহ, ২০০৬: ১১১)। বারা' ইবনে আযেব (আ:) বলেন, মহানবী (সা:) ইরশাদ করেছেন, "ফেরেশতাগণ বুদ্ধি দ্বারা আল্লাহর ইবাদতে চেষ্টা করেছেন এবং মানুষের মধ্যে ঈমানদারগণ বুদ্ধি দ্বারা চেষ্টা করেছে। অতএব যে আল্লাহ্র ইবাদত করে, তার

বুদ্ধি বেশি" (আল-হাদিস, ইমদাদুল্লাহ, ২০০৬: ১১১)। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত নির্ধারিত বুদ্ধি দ্বারা মানুষ আল্লাহ্র ইবাদত করতে পারে এবং বুদ্ধি দ্বারা সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত হতে পারে। আর এই বুদ্ধি দ্বারা মানুষ নিজের অবস্থান নির্ধারণ করে আল্লাহ্র কাছে মর্যাদাবান হতে পারে। যে কোন কাজের ক্ষেত্রে সরঞ্জামের যেমন গুরুত্ব রয়েছে ঠিক তেমনিভাবে মানুষের বুদ্ধিরূপ সরঞ্জামের গুরুত্ব রয়েছে। মহানবী (সা:) ইরশাদ করেছেন: "প্রত্যেক কাজের জন্য সরঞ্জাম এবং হাতিয়ার থাকে, ঈমানদারের সরঞ্জাম এবং হাতিয়ার হলো বুদ্ধি" (আল-হাদিস, ইমদাদুল্লাহ, ২০০৬: ১৯)। হাতিয়ার ছাড়া যেমন কোন কাজ করা যায় না, তেমনি বুদ্ধি ছাড়া কোন কাজ করা যায় না। ঈমানদারের সরঞ্জাম হিসেবে তাই যুক্তি বা বুদ্ধির গুরুত্ব আছে।

গাযালী মনে করেন, দ্বীনের স্তম্ভ হলো বুদ্ধি। প্রত্যেক বস্তুর যেমন স্তম্ভ থাকে তেমনি দ্বীনের স্তম্ভ হলো বুদ্ধি। বুদ্ধি ছাড়া দ্বীন টিকে থাকতে পারে না। দ্বীনের স্তম্ভ হলো দ্বীনী জ্ঞান-প্রজ্ঞা। মহানবী (সা:) বলেন, "তোমাদের মধ্যে ধর্মে উত্তম তা-ই যা ধর্মে সর্বাপেক্ষা সহজ। আর সর্বোত্তম ইবাদত হলো ধর্ম জ্ঞান অর্জন।" (আল-হাদিস, ইমদাদুল্লাহ, ২০০৬: ১৯) মহানবী (সা:) আরও বলেন, "মু'মিন আবেদের থেকে মু'মিন আলেমের মর্তবা (গুরুত্ব) সত্তর গুণ বেশি" (আল-হাদিস, ইমদাদুল্লাহ, ২০০৬: ১৯)। মহানবী (সা:) বলেন, "আল্লাহ্তায়ালা কোনো বান্দাকে দ্বীনী ইল্ম অপেক্ষা বেশি মাহাত্ম্যপূর্ণ কোন কিছু দেননি। একজন দ্বীনে ইলাহীর জ্ঞানী এক হাজার আবেদ থেকেও শয়তানের প্রতি অধিক কঠোর। স্তম্ভ ব্যতিত কোন কিছুর প্রতিষ্ঠা নেই। দ্বীনের স্তম্ভ হল দ্বীনী জ্ঞান-প্রজ্ঞা" (আল-হাদিস, ইমদাদুল্লাহ, ২০০৬: ১৯)। তাই বলা যায়, দ্বীনের স্তম্ভ হিসেবে বুদ্ধির গুরুত্ব রয়েছে।

গাযালী বলেন, বুদ্ধি কোন গোত্র, সম্প্রদায় বা জাতীর রক্ষক হিসেবে কাজ করে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একজন রক্ষক থাকে। মহানবী (সা:) ইরশাদ করেছেন: "কোনো বয়স্ক বৃদ্ধ তার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন, যেমন খোদ রাসূলুল্লাহ (সা:) তার সম্প্রদায়ের মধ্যে। এটা অজস্র ধন সম্পদ, বিরাট দেহ এবং অত্যাধিক শক্তি সামর্থের কারণে নয় বরং অধিক অভিজ্ঞতার কারণে হয়ে থাকে। এটা বুদ্ধির ফলশ্রুতি।"(আল-কুরআন, ৩৯: ১৮) এ কারণেই তুরস্ক, কুর্দ এবং আরবের লোকেরা একসময় মূর্খতায় পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও স্বভাবগতভাবেই বৃদ্ধলোকদেরকে সম্মান প্রদর্শন করে। আর এ কারণেই জনৈক দুশমন রাসূলুল্লাহ (সা:) কে হত্যা করতে গিয়ে তার দৃষ্টি রাসূলুল্লাহ (সা:) এর জ্যোর্তিময় মুখমণ্ডলের ওপর পতিত হয়, তখন তার মন কেঁপে উঠল। মোটকথা বুদ্ধির মহিমা সুমুজ্জ্বল ইবাদতকারী সম্প্রদায়ের রক্ষক বুদ্ধি।

গাযালী মনে করেন, মুজতাহিদদের পুঁজি হচ্ছে বুদ্ধি। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর পুঁজি থাকে। লোকেরা জাগতিক জীবনে পুঁজি খাঁটিয়ে বেশি লাভের আশায় ব্যবসা করে।

এখানে যেমন সততা, ন্যায়পরতা ও ন্যায্যতার মাধ্যমে ব্যবসা করে, ঠিক তেমনি পরকালীন জীবনের জন্য লোকেদের এ জীবনে কাজ করতে হয়। আর এই কাজ যদি বুদ্ধিসম্মত হয় তবেই লোকেরা ব্যবসায়ী হিসেবে পরকালীন জীবনে লাভবান হবে। তাই প্রত্যেক মুজতাহিদদের পুঁজি হচ্ছে বুদ্ধি। আর এই হিসেবে বুদ্ধির গুরুত্ব রয়েছে। গাযালী দেখান যে, প্রত্যেক কাজের যেমন একজন পরিচালনাকারী থাকে যিনি সার্বিক দিক তত্ত্বাবধায়ন করেন ঠিক তেমনি প্রত্যেক আহলে বাইতের জন্য এক তত্ত্বাবধায়ক আছে আর বুদ্ধি হলো সেই তত্ত্বধায়ক। বুদ্ধি না থাকলে মানুষ শূন্য। সত্যবাদী বা সিদ্দীকদের গৃহের তত্ত্বাবধায়ক হলো বুদ্ধি। প্রত্যেক নির্জন স্থানের এক আবাদী বা জনপদ থাকে। আখিরাতে আবাদী হলো বুদ্ধি। দুনিয়া হলো আখিরাতের শস্যক্ষেত্র। দুনিয়াতে লোকেরা যদি বুদ্ধি দ্বারা কাজ করে তাহলে আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে শান্তিময় স্থান জান্নাত। এখানে বুদ্ধির মাহাত্ম্য সহজেই বোঝা যাচ্ছে। প্রত্যেক মানুষের পেছনে এক কীর্তি থাকে যার কারণে তার আলোচনা হয়। মানুষ যখন বুদ্ধি দ্বারা চালিত হয় তখন তার ভালো কাজ প্রশংসিত হয় যার ফলে সে মানুষের মনে জায়গা করে নেয়। দুনিয়াতে যেমন সে প্রশংসিত হয় আখিরাতে তার জন্য রয়েছে শান্তিময় জান্নাত। সিদ্দীকগণের এরূপ কীর্তি হলো বুদ্ধি। প্রত্যেক সফরের কাফেলার একটি তাঁবু থাকে। ঈমানদারদের তাঁবু হলো বুদ্ধি। এভাবে মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে গাযালী যুক্তি বা বুদ্ধির গুরুত্বকে উপলব্ধি করেছেন।

পর্যালোচনা

ইসলাম ও ইসলামি ধর্মতত্ত্বের অত্যন্ত সুস্পষ্ট নির্দেশনা হলো মহান আল্লাহ্তায়ালা তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তথা মানুষকে বুদ্ধি প্রদান করেছেন এ জন্য যে, সে যেন বুদ্ধি ব্যবহার করে স্রষ্ঠার পরিচিতি লাভ করার মাধ্যমে ইবাদত করতে পারে। আর তাই মহান আল্লাহ্তায়ালা পবিত্র কুরআনে বার বার বুদ্ধি ব্যবহারের কথা বলেছেন এবং বুদ্ধি ব্যবহারে বিপুল সংখ্যক নির্দেশনা দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে 'তারা কি চিন্তা করে না', 'তারা কি গবেষণা করে না', 'তারা কি বোঝে না', 'তারা কি লক্ষ করে না' এ ধরণের কথা বা নির্দেশনা বার বার প্রদান করে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এর পরেও পার্থিব জীবনকে আরামপ্রদ করার জন্য মানুষ নানা কাজ যেমন- পড়ালেখা, জীবিকার ব্যবস্থা করা, বিবাহ, সন্তান গ্রহণ, বাসস্থান তৈরি ইত্যাদি করে থাকে। অথচ মৃত্যুর পরে যে জীবন রয়েছে, সে জীবনের ব্যাপারে বিশ্বাস থাকার পরেও সে জীবনকে সুখময় করার জন্য মানুষের মধ্যে চেষ্টা-প্রচেষ্টার ঘাটতি চরম মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। ইসলাম পার্থিব জীবনকে সবকিছু বলে মনে করে না। এরপর আরেক জীবন আছে। সে জীবনই প্রকৃত জীবন। সে জীবন অনন্ত-অসীম। সেখানে মানুষকে চিরকালের জন্য থাকতে হবে। যিনি ভালো কাজ করবেন, সৎ জীবনযাপন ও মানুষের কল্যাণ সাধন করবেন, সর্বোপরি

মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে চলবেন, তিনি পরকালে অনন্ত সুখশান্তি ভোগ করবেন। কিন্তু অন্যায় ও অসৎ জীবন-যাপন করলে পরকালে তাকে কঠোর ও কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

ইসলামের বিধান মতে, মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে তাকে মহান আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট সকল কর্মকাণ্ডের হিসেব দিতে হবে। মৃত্যুর পরের জীবনকে সুখময় করার জন্য একমাত্র পথ হল বুদ্ধির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে সত্যপথ খুঁজে নিয়ে সে পথের অনুসরণ। মানুষের পার্থিব জীবনের স্বল্পকালীন সময়সীমায় বুদ্ধির মাধ্যমে নৈতিকতার সাথে জীবনযাপন করে অনন্তযাত্রার পথে যেতে হবে। মহান আল্লাহ্‌তায়ালা নিশ্চয়ই এ ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনে ব্যবহারের জন্য মানুষকে বুদ্ধি দেননি। পবিত্র কুরআনের উল্লেখিত আয়াতের অন্তর্নিহিত অর্থের দিকে মানুষকে গভীর মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। কেননা বুদ্ধি হচ্ছে মানুষের মজ্জাগত বিষয়। মানুষের ভালো-মন্দ কাজের মানদন্ড। মানুষ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র প্রদত্ত বুদ্ধিমত্তার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের কর্মের জন্য দায়ী। তাই যে ব্যক্তি বুদ্ধির আলো দ্বারা দেখে, তার সামনে সবকিছু সুস্পষ্ট। বুদ্ধি মানুষের অন্তরকে পূর্ণ জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করে। সে বুদ্ধি দিয়ে ভালো থেকে খারাপের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত হতে পারে। আর যে তাকলীদ (অনুসরণ) এবং শ্রবণের ওপর নির্ভর করে, কাশফ ও দেখার ওপর নয়, তার জন্য জীবনের চলার পথ তেমন মসৃণ নয়। অন্তর্দৃষ্টি যার বলিষ্ঠ, সে সত্য ও ন্যায়ের স্বরূপ লাভে সক্ষম হয় এবং সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল থাকতে পারে।

গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস বুদ্ধি নির্ভর জ্ঞানের গুরুত্বের কথা বলেন। কেননা তাঁর মতে, বুদ্ধির মাধ্যমে বস্তুজগতের শাশ্বতরূপকে আমরা জানতে পারি। বুদ্ধির মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান মানুষকে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে মঙ্গল, কল্যাণ ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করে। তাই সক্রেটিস বলেছেন জ্ঞানই পুণ্য। সক্রেটিস এও বলেছেন অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে কোন্ আচরণ করলে আমরা উত্তমজীবন যাপন করতে পারবো তা জানা যায়। এই অন্তর্দৃষ্টি হচ্ছে বুদ্ধি।

মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীন যুক্তি বা বুদ্ধি প্রয়োগ করে নিজের কর্মপন্থা নির্ধারণ করতে পারে। আল্লাহ্‌তায়ালার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসেবে বুদ্ধি ব্যবহারের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পরিচয় লাভ করা এবং কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (সা:) এর নির্দেশিত সঠিক পথ বেছে নিয়ে সে অনুযায়ী জীবনযাপন করে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। যারা এ কাজ করতে পারবে তারা মহান আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে বুদ্ধিমান। কারণ আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন, "যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং তার মধ্যে যা উত্তম তা গ্রহণ করে। তাদেরকে মহান আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন। এবং তারাই বোধশক্তিসম্পন্ন" (আল-কুরআন, ৭: ১৭২)।

গাযালীর বুদ্ধি সংক্রান্ত আলোচনার প্রায় সব স্থানে আমরা মানবিক জীবনের পূর্ণতার সন্ধান পাই। উচ্চতর মানবজীবনের জন্য তিনি মানবীয় বুদ্ধিকে প্রয়োগ করার বা তার যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত করার যে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন তার তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বুদ্ধির প্রকৃতি, শ্রেণিবিভাগ করণের এবং তার প্রত্যেকটি অংশে তিনি যে বর্ণনা দিয়েছেন তা ইসলামের মূলনীতি, আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সম্পর্কিত। কেননা আমরা লক্ষ করেছি যে, এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি কুরআন ও হাদিসের উদ্ধৃতি সহকারে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর এই ব্যাখ্যা ইসলামি দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের দিক থেকে অনেকটা অবিতর্কিত বলা চলে। এ কথা বলা হয়ত অমূলক হবে না যে, গাযালীর সমসাময়িক ইসলামি তাত্ত্বিকদের ব্যাপক বিভক্তি, সূফী তরীকা নিয়ে বিতর্ক ইত্যাদির মাঝখানে তিনি শুদ্ধ ইসলামচর্চা এবং আদর্শ মানবজীবনের যে দিক-নির্দেশনা তুলে ধরেছেন তা আদর্শ মানবজীবনের জন্য অনুকরণীয় বলা চলে।

তথ্যনির্দেশিকা

আল-গাযালী (২০১২), *আল মুনকিজু মিনাদ্দালাল*, অনু. মু. ইকবাল হোসাইন কাদেরী, ঢাকা; রশীদ বুক হাউস।

গাযযালী (রহঃ), ইমাম (২০০৬), *এহ্ইয়াউ উলূমিদ্দীন*, ১ম খন্ড, অনু. এম. এন. এম. ইমদাদুল্লাহ, ঢাকা: তাজ পাবলিকেশন।

দস্তগীর, মো. গোলাম ও হোসেন, মো. শওকত (২০১১), *ইসলামী দর্শনের রূপরেখা*, ঢাকা: তিথি পাবলিকেশন।

Ali, Abdullah Yusuf [Translated, 2000], *The Meaning of the Holy Qur'an,* New Delhi: Islamic Book Service.

Faris, Nabih Amin (1962) *The Book of Knowledge, eng. trans. of the Kitab al- Ilm of al- Ghazali's Ihya,* Lahore: Sh. Mohd. Ashraf.

http:// www. Anushilon.org/ovidhan/a/oviggota.htm Accessed on:15.12.2022, Time:10:10 P.M (Bangladesh).

Khan, Dr. Muhammad Muhsin [Translated, 1996], Sahih *Al-Bukhari*, Riyadh: Dar-Us-Salam Publications.

Mustafa, Kawthar (2003) *Al-Ghazali's Theory of Knowledge*, Dhaka: Ramon Publishers.

Qadhi, Abu Ammar Yasir [Translated, 2018], *Sunan Abu Dawud*, Riyadh: Dar-Us-Salam Publications.

Siddiqui, Abdul Hamid [Translated, web: http://www.peacevision.com/] *Sahih Muslim*.

Sway, Mustafa Abu (1969) Al-Ghazzaliyy, *A Study in Islamic Epistemology*, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.

Uddin, Umar (1996), *The Ethical Philosophy of al- Ggazali*, Delhi: A dam publishers.

Zubair, Abu Tahir [Translated, 2007], *At- Tirmidhi*, Riyadh: Dar-Us-Salam Publications.

[**Abstract:** Imam Al Ghazali is one of the most important scholars in the history of philosophy. He has made an immense influence on some core aspects of philosophy including ontology, epistemology, ethics, theology and especially Sufism. Immediate before the renaissance, when almost the entire western world fall into a barren situation in terms of generating new knowledge or even preserving the status quo, that is why that period was termed 'the age of darkness', some Muslim thinkers did a great job to overcome that unexpected situation, Ghazali was one of them. Though he was prolific in writing, his main devotion was concerning the way of perfect human life. For making a good life, he admitted the pivotal role of intellect or wisdom. In this case, Ghazali's discussion on intellect is to be treated as an important work regarding the code of conduct of human life. In this paper, I would like to state Ghazali's theory of intellect and evaluate it as the philosophy of a good human life. The method of this research is mainly analytic, and also evaluative.]